

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে সেমিনার

আজকালের প্রতিবেদন

সাহিত্য অকাদেমি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিক সেমিনার। আজ, বুধবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের চন্দ্রমুখী কাদম্বিনী সভাগৃহে। চলবে বৃহস্পতিবারও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন সাহিত্য অকাদেমির সচিব কে শ্রীনিবাস রাও, সাহিত্য অকাদেমির বাংলা অ্যাডভাইসরি বোর্ডের আহ্বায়ক সুবোধ সরকার, বিশিষ্ট ওড়িয়া কবি ও অকাদেমি ফেলো জয়ন্ত মহাপাত্র। থাকবেন সাহিত্য অকাদেমির সহ-সভাপতি মাধব কৌশিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের



উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী ব্যানার্জি, রেজিস্ট্রার দেবশিশ দাস ও বিশিষ্ট লেখক স্বপন চক্রবর্তী। এর পর ভারতীয় সাহিত্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে বলবেন মণিপুরি, হিন্দি, পাঞ্জাবি ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা। সঞ্চালনা করবেন এইচএস শিবপ্রকাশ। দ্বিতীয়ার্ধে ‘সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা: ব্রাত্যজনের কণ্ঠস্বর’ বিষয়ে বলবেন অশেষ গুপ্ত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহ, নবনীতা দেবসেন। ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবেন পবিত্র সরকার, বিশ্বজিৎ রায়, অতীক মজুমদার এবং হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পড়বেন অংশুমান কর, রণজিৎ দাশ, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মেলি দত্ত-সহ আরও কয়েকজন।



কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী সেমিনারে উপস্থিত কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্য অকাদেমির সহ সভাপতি মাধব কৌশিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী ব্যানার্জি, কবি জয়ন্ত মহাপাত্র, লেখক স্বপন চক্রবর্তী ও সাহিত্য অকাদেমির সচিব কে শ্রীনিবাসরাও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলে। বুধবার। ছবি: দীপক গুপ্ত

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১০০: জন্মশতবর্ষে চর্চা-বাসর

আজকালের প্রতিবেদন

তাকে ফিরে দেখা। কবিতা, উপন্যাস, লেখালিখিতে যে-সময়বস্ত তাঁর লেখায় বাঁধা পড়েছে, তারই এক চর্চা-বাসর। বসন্ত বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সাহিত্য অকাদেমি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ সেমিনারে বাংলা ও ভারতীয় ভাষার লেখকেরা তাঁকে স্মরণ করলেন। প্রচলিত স্মরণ-অনুষ্ঠান নয়, বক্তাদের ভাষণে ধরা পড়লেন এক অন্য সুভাষ সাহিত্য অকাদেমির সহ-সভাপতি মাধব কৌশিক ভাষণে বললেন, 'আমি নিজের চেষ্টায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়েছি।' হিন্দিতে অনুবাদ তাঁকে পড়তে হয়েছে। তাঁর মাতৃভাষায় অনুদিত হননি সুভাষ। মাধব কৌশিক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় পড়ে কাইফি আজমির কথাই তাঁর মনে হয়েছিল। দু'জনে একগোত্রীয়। অকাদেমির সচিব কে শ্রীনিবাস রাও বললেন, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সাহিত্যে একটি বিরাট মাপের নাম। আমরা তাঁর জন্মশতবর্ষে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি।'

এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির চন্দ্রমুখী কাদম্বিনী সভাগৃহে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নতুন করে জানতে

এসেছিলেন সাহিত্যরসিকেরা। ছাত্রছাত্রীরাও। সাহিত্য অকাদেমির বঙ্গলি অ্যাডভাইসরি বোর্ডের আহ্বায়ক সুবোধ সরকার বলেন, 'স্প্যানিশ কবিতার জন্য পাবলো নেরুদা যা যা করেছেন, বাংলা কবিতার জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তা-ই করেছেন। তাঁর লেখা সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া জরুরি।' অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী বলেন, 'কবিতাকে আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে পালন করা কর্তব্য। বাংলা কবিতাকে তিনি ৪০-এর দশক থেকে মানুষের মুখের ভাষায় এনেছেন। তিনি মানুষের কবি।'

এদিন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় ভাষায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করেন প্রয়াগ গুপ্তা, দিলীপ মায়েনবাম, বিনীতা। তাঁর কবিতা সাধারণের ভাষা— এ বিষয়ে আলোকপাত করেন অধ্যাপক অশেষ গুপ্ত, দিলীপ বন্দোপাধ্যায় ও চিন্ময় গুহ। আজ, বৃহস্পতিবার কবিতাপাঠের আসর। সেখানে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা পড়বেন। অন্যটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর লেখা কবিতা পড়বেন।